উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৩
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০০৪

ঘাসফুল বার্তা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তারা

পরিবেশ রক্ষার্থে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার

মানুষের পৃথিবী আজ মানুষের কারণে বিপন্ন। মানুষের কারণে পরিবেশ আজ হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে। সাগর-মহাসাগরসহ সমগ্র জলরাশি আজ দুষিত। বিপন্ন পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য, এই পৃথিবীর পরিবেশকে রক্ষার জন্য দেশ-কাল-জাতিভেদে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল আয়োজিত আলোচনা সভায় গত ৬ জুন রোববার বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেন. মঞ্চে অন্যান্য অতিথিদের দেখা যাচ্ছে

ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোশারফ হোসেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রামের বিভাগীয় পরিচালক মোঃ মোশাররফ হোসাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন দৈনিক পূর্বকোণের সহকারী সম্পাদক মুহম্মদ ইদ্রিস, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন মাহমুদ কাতেবী, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের প্রধান নির্বাহী হাফিজুল ইসলাম নাসির, একশনএইড বাংলাদেশ সাউথইস্ট রিজিয়নের সহযোগী সমন্বয়কারী মুনমুন গুলশান, ৩৬ নং গোসাঈলডাঙ্গা ওয়ার্ড কমিশনার মো. সাইফুল আলম চৌধুরী এবং স্থানীয় আলোসিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি মো: শওকত হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং গভর্নেন্স, রিপোর্টিং ও পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক শাহাব উদ্দিন নীপু এতে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ডঃ মোশারফ হোসেন বলেন, আমরা মরুভূমিকে মরুদ্যান যেমন করছি, আবার বন উজাড় করে মরুভূমি বানিয়ে ফেলছি। তিনি আরো বলেন, মানুষ সভ্যতা নির্মাণ করছে, সভ্যতা ধ্বংসের ব্যবস্থাও করেছে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশ আজ বিপন্নতার মুখোমুখি।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উদ্যোক্তাদের দলীয় সভায় ১ লাখ টাকা ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত

এন্টারপ্রাইজের ধরন, কার্যক্রম এবং কাঙ্ক্ষিত ঋণের যথোপযুক্ত ব্যবহারের সম্ভাবনা নিশ্চিত করা গেলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ঘাসফুল থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। উদ্যোক্তাদের দলীয় সভায় গৃহিত এ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে বাস্তবায়নও করেছে ঘাসফুল।

ঘাসফুল থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (ইডিবিএম) গ্রহণের পর যারা ঘাসফুল উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির (জিইডিপি) সদস্য হয়েছেন তাদের এক দলীয় সভা গত ১৯ মে লাইভলীহুড বিভাগের হল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। লাইভলীহুড বিভাগের ব্যবস্থাপক আবেদা বেগমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং সহকারী কর্মকর্তা (এন্টারপ্রাইজ) আবু করিম ছামি উদ্দিনের পরিচালনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুলের কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ

ঘাসফুল পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র (এনএফপিই) এবং ঘাসফুল এডুকেয়ার কে জি স্কুলের কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

গত ১৯ এপ্রিল সোমবার ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব ইন্টারন্যাশনাল জেলা ৩১৫-বি এর প্রাক্তন গভর্নর লায়ন রূপম কিশোর বড়ুয়া। ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এতে সভাপতিত্ব করেন। এস এম কে জি স্কুলের অধ্যক্ষ লায়ন মিসেস সখিনা ইউসুফ, লায়ন মিসেস আসেদা জালাল, লায়ন মিসেস জিনাত শফি এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তণ লায়ন গভর্ণর রূপম কিশোর বড়ুয়া, মঞ্চে অন্যান্য অতিথিদের পাশে ঘাসফুল এডুকেয়ার কে জি স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দেখা যাচ্ছে।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কে জি স্কুলের ছাত্র রাশেদুল ইসলামের পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। প্রধান অতিথি লায়ন রূপম কিশোর বড়ুয়া ঘাসফুলের শিক্ষাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করে যে কোনো বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অতিথিবৃন্দ বলেন,

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথি বলেন, সমুদ্রগামী জাহাজসমূহের নির্বিচারে সমুদ্রে আবর্জনা নিক্ষেপ, নগর এলাকায় প্রয়োজনীয় পয়:নিষ্কাষণ ব্যবস্থা না থাকা, স্থলভাগের নানা দূষণকারী পদার্থ পানির সাথে প্রবাহিত হওয়া প্রভৃতি কারণে সাগর-মহাসাগর দূষিত হচ্ছে। তিনি এক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াসাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সাংবাদিক মুহম্মদ ইদ্রিস বলেন, লোনা পানির কারণে আমাদের দেশের ১ কোটি ২০ লাখ উপকূলীয় মানুষ পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাতক্ষীরা এলাকায় নারীরা ৬/৭ মাইল দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সব ক্ষেত্রে সরকারকে আরো কার্যকর ও সময়োপযোগী উদ্যোগ নিতে হবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন মাহমুদ কাতেবী বলেন, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, জনসচেতনতা না থাকা, আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব, সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীলতার অভাব প্রভৃতি কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, অনেক শিক্ষিত মানুষও জেনে কিংবা না জেনে পরিবেশ দূষণের কারণ হচ্ছেন।

দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের প্রধান নির্বাহী হাফিজুল ইসলাম নাসির বলেন, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিসমূহ একদিকে পরিবেশ রক্ষার কথা বলছে, অন্যদিকে তারা নিজেরা পরিবেশ দূষণ করে চলেছে। তিনি ইরাক যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধ এবং ১৯৯০-এ উপসাগরীয় যুদ্ধে সাগর-মহাসাগরের যে ক্ষতি করেছে বিশ্ববাসীকে তার খারাপ দিকগুলো আরো বহু বছর ভুগতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, বঙ্গোপসাগরসহ মেঘনায় ঘন ঘন জাহাজ ও লঞ্চ ডুবি নি:সন্দেহে বাংলাদেশের জলজ সম্পদের প্রতি হুমকি। নদীর পাশে শিল্পের স্থানীয়করণের কারণে বর্জ্য অপসারণের জন্য এখানেও নদী এবং সাগরকে বেছে নেয়া হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শাখা নদী ও খালগুলোকে যথাযথ খনন প্রক্রিয়ায় আনা সম্ভব হয় না বলে নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে দিনের পর দিন। নদীগুলোর অপরিমিত পরিচর্যা ও পদক্ষেপের অভাবে নদী ভাঙ্গনে বছরে হাজার হাজার মানুষ পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন ও গৃহহারা।

আলোচনা সভা শেষে সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ঘাসফুলের উপকারভোগীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন। গাছের চারা হিসেবে ঘাসফুল দেশীয় জাতের নিম গাছকে বেছে নেয় এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী তার স্বাগত বক্তব্যে ঘাসফুলের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি দেশীয় জাতের নিম গাছের চারা বিতরণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সন্তান জন্মের সময় হাসপাতালে না যাওয়া বা দক্ষ ধাত্রীর সহায়তা না নেয়া, প্রসব পূর্ব ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা না নেয়া প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে প্রতি দিন ৩৪ জন মা মারা যাচ্ছে এবং এ সংখ্যা প্রতি লাখে ৩২০ জন। নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেছেন। গত ৩০ মে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন মফিজুর রহমান, পাশে উপস্থিত ধাত্রীদের একাংশে

সংস্থার অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস রুনা, লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন প্রমুখ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গভর্নেন্স, এডভোকেসি, রিপোর্টিং ও পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক শাহাব উদ্দিন নীপু। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা শাহনাজ বেগম।

ঘাসফুলের প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথাগত জন্মদান সহায়িকা (ধাত্রী) এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির উপকারভোগীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বলেন, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব এবং দারিদ্রের কারণে আমাদের দেশের মায়েরা প্রসবকালীন নানা জটিলতা সত্ত্বেও হাসপাতালে যায় না বা যেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তারা ধাত্রীদের সহায়তায় নিজেদের ঘরে সন্তান জন্ম দিচ্ছেন। তাই এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য তারা ঘাসফুলের ধাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তারা আরো বলেন, নিজে নতুন নতুন বিষয় জানা এবং তা মানুষকে অবহিতকরণের মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করা গেলে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার কমানো যায়। এ ক্ষেত্রে বক্তারা সরকারী-বেসরকারী আরো নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাপ্তির দাবি জানানো হয়। ঘাসফুল তাদের ব্যবসায় যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উক্ত পরিমাণ ঋণের সিদ্ধান্ত নেবে বলে উদ্যোক্তাদের জানানো হয়।

ইতিমধ্যে ঘাসফুলের দুই জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ১ লাখ টাকা করে ঋণ পেয়েছেন। মাছ ব্যবসায়ের জন্য মমতাজ বেগম (আইডি নং-৫১) এবং ডিপার্টমেন্টাল সেন্টারের জন্য ফেরদৌসী আক্তার (আইডি নং-৫২) ঘাসফুল থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ঘাসফুল যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তা দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের জন্য ঘাসফুল এডুকেয়ার স্কুল সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলেও বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন, 'আমরা শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়েও দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছি। ঘাসফুল এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমও শুরু করেছে।' এ বিষয়ে তিনি লায়ন্স ক্লাবসহ অন্যান্যদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

আলোচনা সভার শুরুতে ঘাসফুলের শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম তুলে ধরেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আঞ্জুমান বানু লিমা। আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ গত বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এরপর সন্ধ্যায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কে জি স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় দলীয় নাচ, একক ও দলীয় গান, আবৃত্তির সমন্বয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে ঘাসফুল এডুকেয়ার কে জি স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হুমায়রা কবির চৌধুরী উপস্থিত অতিথি এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানান।

আমাদের সাদ্দাম আর নেই

ঘাসফুল বেপারীপাড়া এনএফপিই স্কুলের প্রাক্তণ ছাত্র এবং আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ ইয়াসিন সাদ্দাম আর আমাদের মাঝে নেই। নগরীর বেপারীপাড়াস্থ বাসার কাছে পুকুরে ডুবে গত ১৪ মে সাদ্দাম মারা যায়। ১৩ বছরের দুরন্ত কিশোর সাদ্দাম বিকশিত হওয়ার আগেই ঝরে গেল। তিন বোন আর বাবা-মা'র সংসারে সে ছিলো একমাত্র ছেলে। গাড়ির পার্টসের দোকানী সাদ্দামের বাবা মোহাম্মদ ইদ্রিস এবং গৃহিণী মা রুবি আকতার একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা। দুরন্তপনার জন্য বেপারীপাড়ায় সবার পরিচিত সাদ্দামের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘাসফুল পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে অধ্যয়নের পাশাপাশি সাদ্দাম বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলো। সাদ্দামের মৃত্যুতে একটি 'ঘাসফুল' বিকশিত না হতেই হারিয়ে গেল। তার অকাল মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবারও শোকাহত। বেপারীপাড়া স্কুলে আয়োজিত এক শোক সভা ও মিলাদে সাদ্দামের বিদেহী আত্মার সদগতি ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে ঘাসফুল পরিবার।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন ২০০৪

কোরআনের বাণী

আর তোমরা নারীদেরকে তাদের দেনমোহর খুশি মনে দিয়ে দাও। যদি তারা খুশি মনে তার কিছু ছেড়ে দেয় তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করো।

(সুরা আন নিসা, আয়াত-৪)

প্রান্তজনের বাজেট

১০ জুন জাতীয় সংসদে চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে উপস্থাপিত বাজেট ইতিমধ্যে পাশও হয়েছে। বাজেটকে ঘিরে সংসদ ও সংসদের বাইরে নানা আলোচনা হয়েছে, সংবাদপত্রসমূহে এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, ছাপানো হয়েছে প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদদের মতামত ছাড়াও বিশিষ্ট কলামিস্টদের কলাম। বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়াও বেসরকারী টিভি চ্যানেলসমূহে বাজেট পর্যালোচনাও আমরা দেখেছি। এসব লেখালেখি, আলোচনা-পর্যালোচনায় বাজেটের নানা দিক বেরিয়ে এসেছে।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় আমরা দারিদ্র নিরসন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগের কথা জেনেছি। ৫৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকার এই বাজেট কতটা দরিদ্র বান্ধব তাই আমাদের বিবেচ্য। টাকার অঙ্কে হতদরিদ্র নারী, ছিন্নমূল শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে। কিছু আদিবাসীদের জন্য কমেছে। বাজেটে শতকরা হিসেবে হতদরিদ্র নারী, প্রবীণ ও আদিবাসীদের অংশ কমলেও ছিন্নমূল শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অংশ বেড়েছে। নারী উন্নয়নে সরকার নিয়োজিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাত মিলিয়ে মোট ৫২৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় নারী সমাজকে ক্রমান্বয়ে আরো বেশী সম্পৃক্ত করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায়। বাজেট বক্তৃতায় শিশুদের অধিকার ও উন্নয়নে পৃথকভাবে জোরালো কোনো বক্তব্য পাওয়া না গেলেও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ।

প্রস্তাবিত বাজেটে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমের জন্য উন্নয়ন বাজেটের ৬২ শতাংশ এবং অনুন্নয়ন বাজেটের ৪২ শতাংশ ব্যয় করা হবে। তবে এ হিসেবের পদ্ধতিগত কোনো ভিত্তি নেই বলে অর্থনীতিবিদরা সমালোচনা করেছেন। স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং হাঁস-মুরগীর খামারের মূলধনী যন্ত্রপাতির সকল শুল্ক ও কর প্রত্যাহার দরিদ্রদের কল্যাণে আসবে বলে আমরা মনে করছি। কৃষি খাতে ভর্তুকি গত অর্থ বছরের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬০০ কোটি টাকা করায় তা গ্রামীণ কৃষকের অনুকূলে যাবে বলে মনে হয়।

বাজেটে ক্ষুদ্র ঋণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মোট ১৪৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা মনে করি, এতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বেসরকারী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি সরকারের অংশগ্রহণও বাড়বে। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাজেটে সরকারী বরাদ্দ ও উদ্যোগও প্রশংসনীয়। একই সাথে আশা করি, বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব মানুষের উন্নয়নের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

নি ব ন্ধ

বাঁচার জন্য চাই দুষণমুক্ত সাগর মহাসাগর

পরিবেশের এক অপরিহার্য উপাদান হলো পানি। সেই পানিকে নিয়ে এবারের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য *বাঁচার জন্য চাই দুষণমুক্ত সাগর মহাসাগর*। গত বছরের প্রতিপাদ্যও ছিল এই পানিকে ঘিরে *পানি-মরণাপন্ন ২০০ কোটি মানুষ*। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মানব পরিবেশ সম্মলনে ৫ জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর গত ৩৩ বছরের ইতিহাসে পানি কখনো এতটা গুরুত্ব পায় নি। ১৯৭৬ ও ১৯৮১ সালে পানি ইস্যুকে নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ঠিক করা হলেও সেখানে এক বছর পানি ছিলো ইতিবাচক প্রেক্ষিত থেকে (১৯৭৬) এবং অন্য বছর দৃষ্টি ছিলো ভূ-গর্ভস্থ পানিকে নিয়ে (১৯৮১)[১]। ২২ মার্চ বিশ্বব্যাপি পানি দিবস উদযাপিত হলেও পানি ও পরিবেশ এখন এত বেশী সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে, এত বেশী আন্তঃনির্ভশীল ও আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পানি দিবস তো বটে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আলোচনায়ও গত দু'বছর মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে পানি।

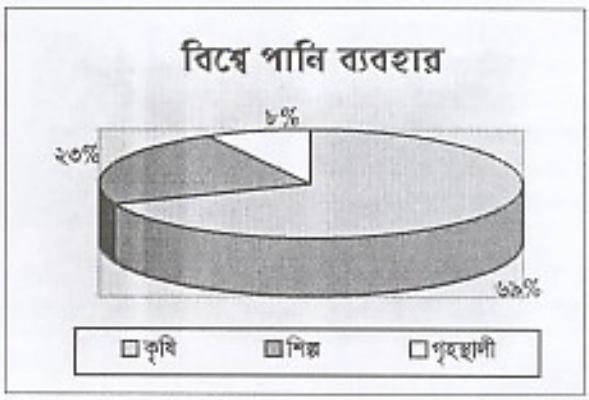

আমরা জানি, পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। পাঁচটি মহাসাগর, অসংখ্য সাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় আর ভূ-গর্ভস্থ পানি মিলে এই বিশাল জলাধার হলেও মোট পানির ৯৭.৫ ভাগ লবণাক্ত এবং বাকী মাত্র ২.৫ ভাগই হলো স্বাদু পানি। এই সুপেয় পানির প্রায় ৬৯ ভাগ বরফ ও হিমবাহ, ৩০ ভাগ ভূ-গর্ভস্থ পানি, ০.৭৫ ভাগ জলকণা এবং ০.২৫ ভাগ নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় ও পুকুর-দীঘির পানি [২]।

আরেকটি বিষয়, পানি কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা পানি নিয়ে সৃষ্ট যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে তাকালে সহজে অনুমান করা যায়। পানি নিয়ে গত ৫০ বছরে ৫০৭ টি সংঘাত হয়েছে। এর মধ্যে সহিংস রূপ নিয়েছিলো ৩৭ টি। এই ৩৭ টির মধ্যে ২১ টিতে আবার জড়িয়ে পড়েছিলো সামরিক বাহিনী।[৩] পানি ও নদী-সাগরকে ঘিরে এশিয়ার দেশে দেশে দ্বন্দ্বও কম নয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে আন্তঃনদী সংযোগ নিয়ে আমরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। অভিন্ন নদী প্রবাহ, বাঁধ নির্মাণ, বর্ষা মওসুমে অতিরিক্ত পানি ছাড়, শুষ্ক মওসুমে কম পানি ছাড়া প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব কখনো কখনো আলোচনার টেবিলেও সমাধা করা যায় নি।

সমগ্র বিশ্বে পানি ব্যবহারের চিত্রটি এ রকম: কৃষি কাজে ৬৯ শতাংশ, শিল্প উৎপাদনে ২৩ শতাংশ এবং গৃহস্থালী কাজে ৮ শতাংশ। এই পানি ব্যবহারের সাথে সাগর মহাসাগরের সরাসরি সম্পর্ক অতো জোরালো না হলেও পানি ব্যবহারের কেন্দ্র কিন্তু সেখানেই প্রোথিত। যে পানি চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো তা মূলত: মিঠা পানি নিয়ে বা পরিশোধিত পানিকে ঘিরে। পানির এই ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি নির্ভর করতে হয় নদী ও সমুদ্রের পানির উপর। মাথাপিছু পানি ব্যবহারের আরেকটি চিত্রের দিকেও আমাদের দৃষ্টি দেয়া জরুরী মনে করছি। আফ্রিকার মানুষ যেখানে মাথাপিছু দৈনিক ৪৭ লিটার পানি ব্যবহার করে সেখানে এশিয়াতে ৮৪ লিটার, যুক্তরাজ্যে ৩৩৪ লিটার এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৫৮৭ লিটার[৪]। পৃথিবীর পানি সমৃদ্ধ ও পানি সঙ্কটপূর্ণ দেশের তথ্য থেকে দেখা যায়, এশিয়ার দেশগুলোতেই পানি সঙ্কট বেশী। কুয়েত, আরব আমিরাত, সৌদি আরব এবং সিঙ্গাপুরের জন প্রতি বার্ষিক পানি প্রাপ্তি যেখানে ১০ থেকে ১১ কিউবিক লিটারের বেশী নয়, সেখানে ক্রান্স, ঘানা, আইসল্যান্ড, সুরিনামের জনগোষ্ঠির জন প্রতি বার্ষিক পানি প্রাপ্তি ২ হতে ৮ লাখ কিউবিক লিটার।

বিশ্ব ব্যাংকের বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৩ অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি একুশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বর্তমানে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি শূন্যতার শিকার। নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত আয়ের দেশে ১০০ কোটি ও উচ্চ আয়সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোতে ৫ কোটির মতো লোক তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং পানীয় হিসেবে বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। এ বিষয়ে যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া না যায় তাহলে অচিরেই এই হার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকে দাঁড়াবে। রাস্তা এবং নালা-নর্দমায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলাতে বৃষ্টির কারণে এগুলো নদী হয়ে সাগরে পতিত হয়। এছাড়াও সাগরে ভ্রাম্যমান নাবিক ও দর্শনার্থীদের পানীয় বোতল, সিগারেটের অবশিষ্টাংশ নিক্ষেপ, প্রাণীর মৃতদেহ, ঘন ঘন জাহাজ ডুবি, উপসাগরীয় যুদ্ধে, তেল কুপ থেকে নিসৃত তেল, যুদ্ধ জাহাজগুলোর মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলো প্রতিনিয়ত পানিকে করছে দুষিত।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মহাসাগরগুলোর প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৮,০০০ টুকরো প্লাষ্টিক বর্জ্য ভাসছে। প্রতি বছর ৬ হাজার টন অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ সাগরে ফেলা হয়। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণা তত্ত্ব, তথ্য ও প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতিকুল পরিবেশে বিলকিসের পথচলা

আবু করিম ছামি উদ্দিন

১৯৮৩ সালে সংসার জীবনে পদার্পন, ১৯৮৬ তে বিবাহ বিচ্ছেদ, কোলে এক বছরের ফুটফুটে মেয়েকে নিয়ে চলে আসে বাপের বাড়ী। তখন থেকেই শুরু হয় বিলকিস বানুর সংগ্রামী জীবনের উপাখ্যান। আবিদর পাড়া কাঠের মসজিদ সংলগ্ন ভাড়া ঘরে বৃদ্ধা মার সংসারে যোগ হয় উটকো ঝামেলা–বিলকিসের কাব্যগাঁথা। এক ভাই তিন বোনের সংসারে বিলকিস ছিল সবার বড়।

স্বল্প শিক্ষিত হলেও মোটামুটি সমাজ সচেতন বিলকিস ১৯৯১ সালে রোটারী থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন সেলাই কার্যক্রমের উপর । তখন থেকেই পারিবারিক গন্ডির ভেতর ছোট পরিসরে সেলাই কাজ করে নিজের এবং তার সন্তানের ভরণ পোষণ করে আসছেন।

১৯৯৯ সালে ঘাসফুলের ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত হয়ে ১ম দফায় ৭০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে তার চলমান সেলাই প্রকল্পটিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যান। কাপড় সেলাই করে বিভিন্ন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করতে থাকেন। এদিকে, ছোট বাচ্চাটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে মায়ের আশ্রয়ে, সে জানে না তার বাবা ছিল বা আছে। তাকে ভর্তি করানো হয় স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে।

এভাবে ১ম দফার ঋণ পরিশোধ করে, ২য় দফায় ১০,০০০ টাকা টাকা ঋণ নিয়ে তার ব্যবসায়টিকে আরো সম্প্রসারণ করে সেলাইয়ের পাশাপাশি ব্লক ও বাটিকের কাজও হাতে নেন। দেখতে দেখতে সময়ও অনেক পেরিয়ে যায়। বিলকিসের চিন্তা চেতনাও সম্প্রসারিত হয়। কিভাবে তার কাজটিকে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় যাতে করে নিজের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটিয়ে মেয়ের পড়ালেখা ও আনুষাঙ্গিক খরচের একটি অবলম্বন পাওয়া যায়। সেই চিন্তা মাথায় রেখে ২০০১ সালে ঘাসফুল কর্তৃক আয়োজিত *উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা* বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের পর ব্যবসা সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টে যায় এবং বাজারজাতকরণের বিষয়টিও তার মাথায় কাজ করতে থাকে। সেই চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষিতে তিনি ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জিইডিপি) থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ফলে, তিনি তার নিজের তৈরী এবং ডিজাইন করা পোষাক চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সব শপিং, সেন্টারে সরবরাহ শুরু করেন।

সেলাই করছেন বিলকিস বানু

এভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং আত্মনির্ভরশীল একজন নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন বিলকিস। তার ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দ্যেশ্যে এবং সম্প্রসারণশীল ব্যবসায়ের তাগিদে তিনি (জিইডিপি) থেকে ২য় দফায় ৪০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা একজন আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের এই জরাজীর্ণ সমাজে। তার অপকট স্বীকারোক্তি, *ঘাসফুলের সাথে লেগে থাকা এবং ঘাসফুলের সময়োচিত সহায়তা আমাকে করেছে আত্মবিশ্বাসী, প্রত্যয়ী এবং দৃঢ়চেতা। আমি হতে পেরেছি সময়ের প্রতিকূল স্রোতে দাঁড় বেয়ে যাওয়া একজন নারী।*

পরশমনির ছোঁয়ায় স্বচ্ছল জাহানারা

খালেদা খাতুন

জাহানারা বেগম ঘাসফুলের 'পরশমনি' সার্কেলের একজন অংশগ্রহণকারী। তিনি ছোটপুল এলাকার চুইচ্ছা কলোনীর বাসিন্দা। তিনি নিজের চেষ্টায় এবং সার্কেলের সংস্পর্শে এসে নিজের ভাগ্যের চাকাকে সচল করতে সক্ষম হয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী জাহানারার বিয়ে হয় খুব অল্প বয়সে। তখন স্বামী সংসার কি বুঝতেনই না তিনি। পড়া-লেখা করার সুযোগ পাননি তিনি। বিয়ের পর স্বামীর সাথে চট্টগ্রাম আসেন এখন থেকে ২০ বছর আগে। স্বামীর একার পক্ষে রিক্সা চালিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় তিনি বাসা বাড়ীতে কাজ নেন। এভাবে তার সংগ্রাম চলতে থাকে; কিন্তু সংসারে স্বচ্ছলতা আসে না। এদিকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। অভাবের মধ্যেও তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় এক মেয়ে, ছয় ছেলেসহ সাত জনে। এভাবে কোন রকমে দিন চলে যেতে থাকে। কিন্তু তার মনে হতে লাগল তাকে আরো ভালভাবে বাঁচার জন্যে, সংসারের উন্নতির জন্যে কিছু পড়ালেখা শেখা দরকার।

তাই ঘাসফুল 'পরশমনি' সার্কেলে জাহানারা ভর্তি হন। সার্কেলের সবার চাহিদার ভিত্তিতে একটি সার্কেল সমিতি করেন সবাই মিলে। জাহানারা এই সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে চায়ের দোকান শুরু করেন এলাকায়। চায়ের দোকান বেশ ভালভাবে চলতে থাকে। বড় ছেলেকে দোকানের কাজে লাগান তিনি। দোকানের আয় হতে সমিতির ঋণের টাকা পরিশোধ করে পুনরায় ঋণ নেন। ইতিমধ্যে জাহানারা এবং তার স্বামী সিদ্ধান্ত নেন যেহেতু তাদের এলাকায় কোন ফোনের দোকান নেই, তারা মোবাইল ফোনের ব্যবসায় করবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি গত মাসে একটি একটেল সেট কেনেন। এখন জাহানারা নিজেই ফোন অপারেট করেন এবং গ্রাহক নিয়ন্ত্রণ করেন। এতে তিনি ভালই সাড়া পাচ্ছেন। তিনি সার্কেলে পড়াশুনা করেছেন বলেই ফোন অপারেট করতে পারছেন। তিনি বাড়ীতে ৩ ঘন্টা কাজ করে দুপুর সময়টা সার্কেলে ব্যয় করেন এবং এরই ফাঁকে ফাঁকে মোবাইল ব্যবসায় করছেন। সংসারের উন্নতির জন্য জাহানারা যে সাহসী উদ্যোগ নিয়েছেন তা অনেকেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে। চার পাশে আর দশ জন নারীর মতো বসে না থেকে জাহানারা নিজে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে উদ্যোগী হয়েছেন। বর্তমানে তিনি সার্কেলের ছোঁয়ায় অনেক বেশী সচেতন। সার্কেলে বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনার পর তিনি ঠিক করেছেন তার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের বউকে ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত সন্তান নিতে দেবেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে অপরিণত বয়সে সন্তান নিলে সন্তান পুষ্টিহীনতায় ভুগে বা আরো অনেক জটিলতায় ভুগতে পারে। এই কারণে ছেলেকে বিয়ে করিয়েছেন দুই বছর হলেও সন্তান নিতে দেন নি। জাহানারা এখন নিজে সচেতন। সবার কাছে তার আহবান: অযথা অলস সময় নষ্ট না করে তার মতো জীবনকে সুন্দর এবং স্বচ্ছলভাবে গুছিয়ে নিতে সবারই উদ্যোগী হওয়া উচিত।

জাহানারা মোবাইলে তার দোকানে বসে কথা বলছেন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বছর প্রায় ১০ লাখ সামুদ্রিক পাখি এবং এক লাখ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাষ্টিক বর্জ্যের বিষক্রিয়ায় মারা যায়। সাগরে নিক্ষেপিত প্লাষ্টিকের বর্জ্যগুলোর মধ্যে স্টাইরোফোম কাপ ৫০ বছর, প্লাষ্টিক বোতল ৪৫০ বছর, মাছ ধরার মনোফিলামেন্ট জাল ৬০০ বছর ধরে সমুদ্রের পানিতে টিকে থাকে।

বঙ্গোপসাগরসহ মেঘনায় ঘন ঘন জাহাজ ও লঞ্চ ডুবি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জলজ সম্পদের প্রতি হুমকি। নদীর পাশে শিল্পের স্থানীয়করণের কারণে বর্জ্য অপসারণের জন্য এখানেও নদী এবং সাগরকে বেছে নেয়া হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শাখা নদী ও খালগুলোকে যথাযথ খনন প্রক্রিয়ায় আনা সম্ভব হয় না বলে নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে দিনের পর দিন। নদীগুলোর অপরিমিত পরিচর্যা ও পদক্ষেপের অভাবে নদী ভাঙ্গনে বছরে হাজার হাজার মানুষ পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন ও গৃহহারা। আমরা জানি, পদ্মায় এখন ইলিশের অভাব, হালদায় নেই চিংড়ীসহ দেশীয় নানা জাতের মাছের পোনা। তাই বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরাও এখন হতাশ।

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা ৭২০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১৭ টি নদী দুষণের সাথে যুক্ত। তাছাড়া, সীতাকুন্ডের সমুদ্র উপকূলে কুমিরা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকায় জাহাজ কাটা শিল্প উপকূলীয় পরিবেশ দুষিত করছে। এ শিল্প থেকে প্রচুর রাজস্ব আয় হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর এ শিল্পকে লাল তালিকাভূক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পরিবেশ রক্ষায় সাগর-মহাসাগরকে দুষণের হাত থেকে রক্ষা করা সমগ্র বিশ্ববাসীর নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা সরকারসহ আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে সুপারিশ করছি: ১) নদী ও সাগরকে প্লাষ্টিক বর্জ্য মুক্ত করতে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে; ২) মৃত পশু পাখি ও অন্যান্য বর্জ্য সাগরে নিক্ষেপ নিষিদ্ধকরণে কার্যকর আইন প্রণয়ন করা হোক; ৩) উন্নত রাষ্ট্রগুলোর রাসায়নিক (পারমাণবিক বোমা) পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাগর কিংবা সাগর তীরবর্তী এলাকায় না করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ৪) জাহাজ বা অন্যান্য সমুদ্র যান হতে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এবং তৈল যাতে সমুদ্রে না পড়ে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ চাই; ৫) কৃষি কাজে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি বা পোকা-মাকড় নিধনে সার, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে তা নদী ও সাগরে প্রবাহিত না হয়; ৬) শিল্প স্থানীয়করণ নদী ও সাগর কেন্দ্রিক না করে সমভূমিতে স্থাপনকে উৎসাহিত করতে হবে; ৭) নদীর গতি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা এবং নাব্যতা সৃষ্টিতে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক; ৮) পরিবেশ সংক্রান্ত ইস্যু, তথ্য প্রাপ্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রবেশাধিকারকে আরো সহজলভ্য এবং অংশগ্রহণমূলক করতে হবে; ৯) গণমাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতামূলক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আরো জোরদার করা হোক যাতে মানুষ সচেতন হয়, পরিবেশের শত্রুরা ভীত হয়; ১০) পরিবেশ আইনের আরো কার্যকর ব্যবহার চাই, পরিবেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে মামলা চাই।

বিপন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি সারা বিশ্বকে উদ্বিগ্ন করেছে। মানুষ চেয়ে আছে নীতি-নির্ধারকদের দিকে—এই বুঝি ভাল কিছু হলো। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের পরিবেশ দুষণ এখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন আর্বিভাব হচ্ছে নতুন নতুন পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যার। মূলতঃ এ কারণেই সামাজিক এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা।

পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান সাগর মহাসাগরকে ঘিরে গত ৫ জুন পালিত হলো এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আসুন, আমরা সকলে মিলে রক্ষা করি পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান সাগর-মহাসাগরকে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হোক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আহবান।

- বিস্তারিত জানতে দেখুন জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি: www.unep.org
- পানি ও অধিকার, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মে-জুন ২০০৪
- প্রাগুক্ত
- পরিবেশ পত্র বর্ষ-৬, সংখ্যা-৩ ও৪,অক্টোবর ২০০২-মার্চ ২০০৩

বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার ও আইন সহায়তা বিষয়ক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার পরিস্থিতি ও আইন সহায়তা বিষয়ক তিনটি সমন্বয় সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়।

কোলগাঁও ইউনিয়ন: পটিয়া উপজেলার ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে গত ১৭ জুন এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় চেয়ারম্যান নূর আলী চৌধুরী, সদস্য শামসুল ইসলাম, লিয়াকত আলী, আশুতোষ চৌধুরী, এম দিদারুল আলম, সিরাজুল ইসলাম, আবদুর রহিম, আবু জাফর, সোলাইমান মেম্বার, মহিলা মেম্বার রওশন আরা বেগম, জাহানারা বেগম, খায়রুন্নেসা প্রমুখ।

ব্লাস্ট ইউনিট অফিসে সমন্বয় সভার দৃশ্য

চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন: উক্ত উপজেলার ১ নং খ চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ২৪ জুন অনুরূপ আরেক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, মেম্বার পিয়ার আহমদ, মোনাফ মেম্বার, ছমি উদ্দীন মেম্বার, জাকির আহমদ, এম মঈন উদ্দীন, মহিলা মেম্বার সাবিনা আকতার, মমতাজ বেগম, নাসির আহমদ, হাফিজা আহমদ প্রমুখ।

ব্লাস্ট ইউনিট অফিস: গত ২২ মে ব্লাস্ট ইউনিট অফিসের সাথে প্রকল্পের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউনিটের জেলা পরিষদ ভবনস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় হাসান মাহমুদ মিঠু, খালেদা আকতার, সজল কান্তি আচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সব সমন্বয় সভায় প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, অফিস সহকারী কাম একাউন্টেন্ট সাইফুদ্দিন আহমদ ও সালিশকর্মী মোহাম্মদ তসলিম উপস্থিত ছিলেন।

এ সব সভায় মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয়, সমন্বিত উদ্যোগ, স্থানীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সালিশ প্রক্রিয়ায় নারী ঃ নব দিগন্তের সূচনা করেছে ঘাসফুল

জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের অধীনে পটিয়া উপজেলার ১০ টি গ্রামে ঘাসফুল যে সালিশ প্রক্রিয়া শুরু করেছে তাতে নারী সালিশকারকদের কার্যক্রম নব দিগন্তের সূচনা করেছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং প্রকল্পের সমন্বয়ক সংস্থা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন।

সালিশে বক্তব্য রাখছেন নারী সালিশকারক

প্রসঙ্গত, গত বছরের শুরুতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের আইনী সহায়তা, সচেতনতা তৈরী এবং সালিশী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্লাস্টের আর্থিক সহযোগিতায় ঘাসফুল উক্ত প্রকল্প শুরু করে। প্রকল্পটি পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ও চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ১০ টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে সালিশ-মীমাংসার কাজ ইতিপূর্বে শুরু হয়েছে। গত ১৭ জুন দাম্পত্য কলহ নিরসনের লক্ষ্যে এমনই এক সালিশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সালিশের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক ছিলো, নারী সালিশকারকের সালিশী প্রক্রিয়ায় সরাসরি ভূমিকা রাখা। স্থানীয় প্রভাবশালীরা ঘাসফুলের এ কার্যক্রমকে নবযুগের সূচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সম্প্রতি ব্লাস্ট কর্মকর্তারাও প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেন।

উল্লেখ্য, সালিশে নারী সালিশকারকের সরাসরি অংশগ্রহণ, বঞ্চনা ও সহিংসেতার শিকার স্থানীয় নারীরা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন এবং অধিকার দাবি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রশিক্ষণ-কর্মশালা

ভেতরে

* লাইভলীহুড বিভাগের দুইটি মাসিক কর্মশালা ২৯ এপ্রিল ও ২৭ মে লাইভলীহুড বিভাগের হল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

* ১০ মে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে' অংশগ্রহণ করেন ৩০ জন নতুন সমিতি সদস্য।

* সমিতির দলনেত্রীদের জন্য গত ১৩ মে 'সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয় ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

* ১৬ মে ঘাসফুলের সাদেক নগর এরিয়া অফিসে 'দল ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত সমিতির সদস্যরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

* ১২ জুন ঘাসফুলের কোলাগাঁও এরিয়া অফিসে 'সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে' ৩২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

* গত ২৬ মে-১১ জুন পর্যন্ত রিফ্রেক্টের প্রতিটি সার্কেলে স্পাউস মিটিং ও কিশোরী সার্কেলসমূহে অভিভাবক মিটিং সম্পন্ন হয়।

কমিউনিকেটিং ফর এডভোকেসি কর্মশালার সম্মাপনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন শামসুন নাহার রহমান পরাণ

বাইরে

◗ একশনএইড বাংলাদেশের আয়োজনের কুষ্টিয়ার দিশা ভেন্যুতে ২৪-৩০ মে অনুষ্ঠিত 'উচ্চতর পিআরএ প্রশিক্ষণে' অংশগ্রহণ করেন রিফ্রেক্ট ট্রেইনার খালেদা খাতুন।

◗ একশনএইড বাংলাদেশের আয়োজনে গত ৩-১০ জুন সাভারের টার্ক ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত 'টিওটি অন পিভিএ, আরএমএস এবং ভার্নারেবিলিটি মনিটরিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন রিফ্রেক্ট ট্রেইনার খালেদা খাতুন।

◗ ব্র্যাক আয়োজিত কুমিল্লার টার্ক ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত ১২ দিনব্যাপী বেসিক ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল পরিচালিত ইএসপি'র পাঁচ জন শিক্ষিকা এবং একজন কর্মসূচি সংগঠক।

◗ ব্র্যাক আয়োজিত চান্দগাঁও ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টারে ২৮ মে থেকে ২ জুন অনুষ্ঠিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ই.এস.পির কর্মসূচি সংগঠক রূপক শীল।

◗ ব্র্যাক আয়োজিত কুমিল্লার টার্ক ভেন্যুতে ২৬ মে থেকে ৩ জুন অনুষ্ঠিত নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী।

◗ ওয়াইজ এবং বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আয়োজিত বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে ২৭ মে অনুষ্ঠিত 'নারীর ক্ষমতায়ন: ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণে অনুসৃত নীতিমালার স্বচ্ছতা' শীর্ষক সেমিনারে অংশ নেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আবু করিম ছামি উদ্দিন, উদ্যোক্তা হাসিনা বেগম এবং ঘাসফুলের চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ।

◗ ৯ মে কারিতাসের আয়োজনে চট্টগ্রাম কারিতাস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন বিষয়ক ধ্যান সভা। এতে অংশ নেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য সহকারী শিখা বড়ুয়া ও সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ।

◗ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত ৩০ মে কুমিল্লার বার্ড ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হেপাটাইটিস 'বি' টিকা প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা নুকন নাহার।

◗ গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত ৩১ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'অব্যাহত শিক্ষার শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নে জাতীয় ভিত্তিক একটি গাইড লাইন উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমো।

◗ ৯ জুন এলজিইডি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ভূমি ও কৃষি সংস্কার ঃ যে সমস্যার মীমাংসার কোন বিকল্প নেই' শীর্ষক সেমিনারে অংশ নেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরান।

◗ ক্যাম্পে আয়োজিত ১৭ জুন ডব্লিউডিএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'অংশীজনের চাহিদা ও গণস্বাক্ষরতা অভিযান এর সক্ষমতা ও সামর্থের সমন্বয় সাধন এবং চাহিদাসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরান।

◗ ১৫ জুন কর্পোরেশন মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত 'জন্ম ও মৃত্যু কার্যক্রম রেজিষ্ট্রেশন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন কমিউনিটি মবিলাইজার মোঃ শাহ আলম এবং রওশন আরা মনির।

◗ ১৭ জুন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৭ নং উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত 'এ ডি সিরিজ প্রশিক্ষণ কর্মশালায়' অংশগ্রহণ করেন কমিউনিটি মবিলাইজার দেলোয়ারা বেগম।

◗ ২০ জুন মেমন ইপিআই জোন অফিসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন কমিউনিটি মবিলাইজার মোঃ শাহ আলম।

◗ হেলথলিংক, এসএআরভিপি এবং সিডিসি আয়োজিত ৩-৫ এপ্রিল চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'কমিউনিকেটিং ফর এডভোকেসি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন সহকারী ব্যবস্থাপত শাহাব উদ্দিন নীপু।

মানবাধিকার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে ব্লাস্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কার্যক্রম

মতবিনিময় সভায় ব্লাস্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

পরিদর্শন করেছেন প্রকল্পের সমন্বয়ক সংস্থা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) কর্মকর্তাবৃন্দ। গত ২৯ ও ৩০ জুন তারা প্রকল্প এলাকা পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও এবং চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ১০ টি গ্রামের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রকল্প কার্যক্রমের অপরিহার্য অংশ হিসেবে এ ১০ গ্রামে গঠিত নারী সহায়তা গ্রুপ ও নাগরিক অধিকার কমিটির সদস্যরা এ মতবিনিময়ে অংশ নেন। মতবিনিময়কালে তারা ব্লাস্ট প্রতিনিধিদের কাছে মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন, এ বিষয়ে বই-পত্রের যোগান দেয়া, সদস্যদের বসার ব্যবস্থা করা এবং পরিচয় পত্র প্রদান প্রভৃতি দাবির কথা জানান। ব্লাস্ট প্রতিনিধিরা অপর ১১ টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে আলোচনা শেষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সদস্যদের জানান।

পরিদর্শন শেষে ব্লাস্ট প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীসহ বিভাগীয় প্রধানদের সাথে তাদের পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা বিশেষভাবে সালিশ প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ততা, নারীদের বিচার দাবি করার পরিবেশ সৃষ্টি, প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অবস্থা তৈরী প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করেন।

ব্লাস্ট পরিদর্শক দলের সদস্যরা হলেন-প্রকল্পের টিম লিডার মির্জা হাসান, সমন্বয়কারী উমা চৌধুরী, সহকারী সমন্বয়কারী সবিতা চৌধুরী, মনিটরিং অফিসার ইমতিয়াজ হোসেন নাফিস, গবেষণা সহকারী দূরন্ত বিপ্লব ও সোহেল সাজ্জাদ এবং একাউন্টস অফিসার অমলেন্দু রায়। এদিকে, পরিদর্শক দলের সাথে সংস্থার ব্লাস্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করেন।

সিটিভিতে প্রচারিত হলো সপ্তবর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঘাসফুলের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের একটি দলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পর্ব নিয়ে সাজানো সপ্তবর্ণ নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১১ মে বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্র (সিটিভি) থেকে প্রচারিত হয়েছে। ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমার উপস্থাপনায় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে দু'টি দলীয় ও একটি একক নাচ, একক অভিনয় এবং আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অংশ নেয় লাকি (১), লাকি (২), ফারজানা (১), ফারজানা (২), পিংকি, রোজিনা, পাখি, ইউনুস, শফিকুল ও জুয়েল। অনুষ্ঠানটি সুধি মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত সিটিভি পর্যালোচনায় এ উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

শিশু আনন্দমেলা ও বিজ্ঞানমেলায় ঘাসফুল

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা আয়োজিত তিন দিনব্যাপী শিশু আনন্দ মেলা ও বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়েছে ঘাসফুল। গত ৯-১১ এপ্রিল শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার উল্লেখযোগ্য দিক ছিলো স্টল প্রদর্শনী, বিভিন্ন পর্বের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও নাটক প্রতিযোগিতা। এতে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, সরকারী-বেসরকারী স্কুল অংশ নেয়। মূলত শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক চেতনা শানিত করতেই বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এ ধরনের একটি উদ্যোগ হাতে নেয়। ৯ এপ্রিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ঘাসফুল। ঘাসফুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনটি নাচ, একক অভিনয় ও দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে সংস্থার সাংস্কৃতিক দলের সদস্যরা। সদস্যরা হলো নিশা, পিংকি, হনুফা, পাখি, ইউনুস, ফারজানা এবং জুয়েল। এদের মধ্যে একক অভিনয়ের জন্য জুয়েল পুরস্কার লাভ করে। এদিকে, মেলায় ঘাসফুল স্টলে এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের তৈরীকৃত নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড, আঁকা ছবি, মোমের তৈরী শোপিচ প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরান মেলা পরিদর্শন করেন এবং ঘাসফুলের স্টলে কিছু সময় কাটান। তিনি শিশুদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের কাজের প্রশংসা করেন।

নৃত্য পরিবেশ করছে স্কুলের শিক্ষার্থীরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এম সালেহ্ জহুর এবং সন্যানিত অতিথি ছিলেন বারিক মিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাহফুজুল হক। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান এবং বক্তব্য রাখেন সংস্থার লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন। ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা জোবেদা বেগম কলি। প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের মানবাধিকার ও আইন সহায়তা প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আবিফ, লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল এবং একাউন্টস অফিসার রিমি চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক এ টি এম সালেহ্ জহুর বলেন, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিশু অধিকার ফোরাম ও ঘাসফুল যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা শিক্ষার্থীদের মানবিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি উদ্যোক্তা ও আয়োজক সংস্থার কার্যক্রমকে স্বাগত জানান। বক্তারা বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা দরকার এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচনা শেষে পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খাজা আজমেরী কে জি এন্ড হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী নাহিদা আরেফা শাকিলা (১ম), পশ্চিম মাদারবাড়ি সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী লিপি আক্তার (২য়) এবং বারিক মিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ হানিফের (৩য়) হাতে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ পুরস্কার তুলে দেন।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিরোধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে তারা খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। সেলুনকর্মীদের ব্যবহৃত ব্লেড, খুর, কাঁচি জীবাণুমুক্ত রাখা এবং একাধিক ব্যবহার পরিহার করার মাধ্যমে তারা এইডস প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারেন। তিনি আরো বলেন, মরণব্যাধি এইডস নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এইডস প্রতিরোধে সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে সেলুনকর্মীসহ সবাইকে নিজেদের অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।

১৪ জুন: ডাঃ আব্বাস উদ্দিন বলেন, বিশ্বের এইডস রোগে আক্রান্তদের চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। কিন্তু এই রোগের কোনো প্রতিষেধক নেই বলে সচেতনতা তৈরী ছাড়া কোন ভাবেই এর বিস্তার রোধ করা যাবে না। তিনি বলেন, মূলতঃ অবাধ যৌনাচার, পরীক্ষাবিহীন রক্ত সঞ্চালন এবং রক্ত সঞ্চালন ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এইডস ছড়ায়। এইডস ছড়ানোর ক্ষেত্রে কেবল অরক্ষিত যৌন আচরণ নয়, সেলুনে ব্যবহৃত সেভিং যন্ত্রপাতিও দায়ী হতে পারে। কেননা, একজন এইচআইভি পজিটিভ রোগীর ক্ষৌর কাজে ব্যবহৃত ব্লেড অন্য জনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এবং কোনো কাটা-ছেঁড়ার মাধ্যমে তা পরের জনের রক্তে সঞ্চালিত হলে তিনিও ধীরে ধীরে এইডস রোগে আক্রান্ত হবেন। এইডস প্রতিরোধের উপায় হিসেবে তিনি অবাধ যৌন আচরণ না করা, দৈহিক মিলনে কনডম ব্যবহার, রক্ত সঞ্চালনে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার, সেলুনে প্রতি সেভিংয়ে নতুন ব্লেড ব্যবহার, সেভিং যন্ত্রপাতি একজনের ব্যবহারের পর অপর জনের ব্যবহারের আগে জীবাণুমুক্ত করা প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর দেন।

সভাপতির বক্তব্যে আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, সুস্থ, সুন্দর ও সচ্ছল সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ঘাসফুল কাজ করছে এবং সে তাগিদ থেকে ঘাসফুলের এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন। তিনি সেলুনকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের সচেতন করা গেলে এইডস নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। নিজেদের অজান্তে কারো জীবনে যাতে সর্বনাশ না ঘটে সে জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আলোচনা সভায় বক্তারা

আমরা নিরাপদে বাড়ি ফিরতে চাই

আমাদের সড়ক আমাদের জন্য নিরাপদ হোক; আমরা নিরাপদে বাড়ি ফিরতে চাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে গত ৭ এপ্রিল বুধবার ঘাসফুল আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তাদের আলোচনায় এই আকুতিরই প্রতিধ্বনি ঘটেছে। 'নিরাপদ সড়ক নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি'–এই শ্লোগানকে তুলে ধরে এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত হয়।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ মূলত: সড়ক নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং আলোচনা শেষে নিরাপদ সড়ক বিষয়ে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে গঠিত 'কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের' সদস্যরা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে তাদেরকে প্রায়ই পায়ে হেঁটে নানা স্থানে যেতে হয়। অনেক সড়কে ফুটপাত নেই, আবার যে সব সড়কে ফুটপাত রয়েছে সেগুলোর বেশীর ভাগই দখল হয়ে যাওয়ায় পথ চলতে তাদেরকে প্রায় রাস্তায় নামতে হয়। আলোচনায় অংশ নেন ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী ও 'কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ' সদস্য মোমেনা, লাইলী, রেজিয়া প্রমুখ।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং এ সম্পর্কিত বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দেয়া নিয়ে আলোচনা করেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা নুরুন নাহার এবং একই বিভাগের অপর সহকারী কর্মকর্তা শাহনাজ বেগম সড়কে চলাচলের নিয়ম-কানুন নিয়ে আলোচনা করেন।

এর আগে সকালে জেলা উদযাপন কমিটি আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছেন ঘাসফুলের উপকারভোগী এবং প্রকল্প কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়া সম্পন্ন

ঘাসফুলের চলমান কার্যক্রমের 'অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়া' (পিআরআরপি) গত জুন মাসের শেষার্ধে সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি নিয়মিত কার্যক্রম এবং এতে জুলাই ২০০৩ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের নয়টি কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

গত ২০ জুন থেকে শুরু হওয়া পিআরআরপি শেষ হয়েছে ২৮ জুন। এবার যে সব কার্যক্রমের পিআরআরপি হয়েছে সেগুলো হলো: একটি এনএফপিই স্কুল (গোসাঈলডাঙ্গা), কিশোর-কিশোরীদের জন্য সম্মিলিত কার্যক্রম, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ধাত্রীদের কার্যক্রম, স্থায়ী ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের কার্যক্রম, গার্মেন্টেসে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান (আই ই এন্টারপ্রাইজ, নাসিরাবাদ), উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (ইউবিএম) প্রশিক্ষণ এবং সমিতির নিয়মিত কার্যক্রম। এ সব কার্যক্রমের পর্যালোচনা করতে গিয়ে যে সব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হলো: আলোচনা, ফোকাস দল আলোচনা, সাক্ষাৎকার, কেস স্টাডি, সমিতি পরিদর্শন প্রভৃতি।

বর্ষ ৩
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০০৪

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ে চিত্রাঙ্কণ ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুলের উদ্যোগে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ে গত ২০ মে সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে এক রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের (বিএসএএফ) সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদিকে, গত ১৬ মে বিএসএএফ-এর সহযোগিতায় একই বিষয়ে ঘাসফুল পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও-এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলো।

ছবি আঁকায় ব্যস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একাংশ (বামে) এবং রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা: পটিয়া উপজেলার পাঁচটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৫০ জন শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নুর আলী চৌধুরী, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) প্রাক্তন অডিট অফিসার সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, স্থানীয় লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান। ঘাসফুলের গভর্নেন্স ও পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক শাহাব উদ্দিন নীপু এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ঘাসফুলের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি ঘাসফুলের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, ঘাসফুল যেভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বক্তারা বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক চর্চা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করা দরকার এবং এনজিওরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচনা শেষে পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কোলাগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী মিনু দাশ (১ম), একই বিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল করিম (২য়) এবং চরকানাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী রুমা দাশের (৩য়) হাতে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ পুরস্কার তুলে দেন। চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও সহকারী ব্যবস্থাপক শাহাব উদ্দিন নীপু।

রচনা প্রতিযোগিতা: পুরো অনুষ্ঠানটি দু'টো পর্বে বিভক্ত ছিলো। প্রথম পর্বে প্রতিযোগীদের রচনা লিখন, দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী। বিকেল ৩-টা থেকে প্রতিযোগীদের ঘন্টাব্যাপী রচনা লিখন শুরু হয় এবং বিকেল ৪-টায় শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা অধ্যাপক এ টি

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপদেষ্টামন্ডলী
শাহানা আনিস
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
শাহাব উদ্দিন নীপু

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন
আঞ্জুমান বানু লিমা

সেলুনকর্মীদের এইডস বিষয়ে অবহিতকরণ সভায় বক্তারা

মানব জীবনকে সুন্দর করতে পারেন সেলুনকর্মীরা

বিশ্ববাসীর জন্য দিনে দিনে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে উঠা ঘাতক ব্যাধি এইডস প্রতিরোধে সেলুনকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। 'নরসুন্দর' নামে পরিচিত সেলুনকর্মীরা চাইলে নিজেদেরকে 'মানবসুন্দর', 'জাতিসুন্দর' হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। ঘাসফুল আয়োজিত সেলুন কর্মীদের এইডস বিষয়ে অবহিতকরণ সভাসমূহে বক্তারা এ কথা বলেছেন।

বক্তব্য রাখছেন ডাঃ আব্বাস উদ্দিন, পাশে সেলুনকর্মীদের একাংশ

গত ২৫ এপ্রিল এবং ১৪ জুন ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ দু'টি সভার আয়োজন করা হয়। ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উভয় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আব্বাস উদ্দিন। ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান দু'টিতে নগরীর বিভিন্ন সেলুনে কর্মরত মোট ৪২ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

২৫ এপ্রিল: ডাঃ আব্বাস উদ্দিন বলেন, সেলুনকর্মীরা সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সেলুনকর্মীদের যাতায়ত। তাই মানুষকে নিরাপদ রাখা, এইডস ছড়ানো

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

নিউ ভিশন, আলমবাগ, কাজীর দেউড়ী, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ইমেইল: ghashful@spnetctg.com হতে প্রকাশিত।